আগামী লোকসভা নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক বিজেপি-তৃণমূল জোট, প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেস ও বামপন্থাবিচ্যুত সিপিআই(এম)-ফ্রন্টকে পরাস্ত করে

জনগণের একমাত্র সংগ্রামী দল এস ইউ সি আই প্রার্থীদের জয়যুক্ত করুন

এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আবেদন

বন্ধুগণ,

আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করছেন যে, লোকসভা ভোটের বাদ্য বাজার সাথে সাথে বিজেপি, কংগ্রেস, সি পি এম ও তৃণমূলেরা কে কত 'জনদরদী' এটা বোঝাবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তারা দামী দামী গাড়ি-প্লেন চড়ে, যাত্রা-পদযাত্রা-রোড শো করে 'জনসংযোগ' করছে। সংবাদমাধ্যমগুলোও জোর হাওয়া তুলছে। কিন্তু তবুও সাধারণ মানুষের ভোট নিয়ে কোন তাপ-উত্তাপ নেই, নেই কোন উৎসাহ। বার বার দেখে ও ঠেকে পাবলিক বুঝেছে, এদের আর বিশ্বাস করা যায় না। তাই অতি দুঃখে মানুষ বলে, 'যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ'। কিন্তু পৌরাণিক কাব্যে এটা ঘটনা নয়, লঙ্কায় গিয়ে রাম-লক্ষ্মণ কেউ রাবণ হয়নি। সত্য হচ্ছে, সীতার সর্বনাশই হত না, যদি সন্ন্যাসীর ভেকধারী রাবণকে সীতা চিনতে পারত। এই দেশের রাজনীতিতেও একটানা এই ট্র্যাজেডিই ঘটে চলেছে। আপনারা স্মরণ করুন, স্বদেশী আন্দোলনের কথা। কত হাজার হাজার মধ্যবিত্ত-গরিব ঘরের তরুণ জেলে গেল, রক্ত দিল, প্রাণ দিল, সর্বস্ব ত্যাগ করল, কিন্তু '৪৭ সালে ক্ষমতা দখল করল টাটা-বিড়লা পুঁজিপতিরা, যাদের সেই অর্থে কোন ত্যাগ ছিল না। কিন্তু কেন এই সর্বনাশ ঘটতে পারল? এদেশের পুঁজিপতিরা চেয়েছিল ব্রিটিশদের সরিয়ে নিজেদের ক্ষমতা কায়েম করতে, কিন্তু সশস্ত্র বিপ্লব যেন না হয়, বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা না আসে। তাহলে রাশিয়ার মত শ্রমিক বিপ্লব ঘটতে পারে, এই আশঙ্কা তাদের ছিল। তাই তারা সশস্ত্র বিপ্লববাদকে ঠেকাবার জন্য ধর্মীয় ঐতিহ্যবাদী 'অহিংসার' ধ্বজাধারী দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস নেতৃত্বকে অর্থ দিয়ে, প্রচার দিয়ে ব্যাক করেছে। তাই সশস্ত্র বিপ্লববাদের প্রতিনিধি মহান বিপ্লবী যোদ্ধা নেতাজি যখন গান্ধীজির মনোনীত প্রার্থীকে হারিয়ে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন, তখন সাম্রাজ্যবাদীদের সহায়তায় পুঁজিপতিরা ষড়যন্ত্র করে তাঁকে পদত্যাগে বাধ্য করে এবং পরে কংগ্রেস থেকেই বহিষ্কার করে। তখন ক'জন এই চক্রান্তের কারণ বুঝতে পেরেছিল? ব্রিটিশ ও দেশীয় পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রিত কাগজ ও রেডিও তখন একতরফা দক্ষিণপন্থীদের জয়গান গেয়েছে, আর মূল ষড়যন্ত্রকে আড়াল করেছে। আর সাধারণ মানুষ 'আমরা আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খবর নিয়ে কি করব', এই ভেবে রাজনৈতিক বিচার থেকে দূরে থেকেছে। সেদিন শরৎচন্দ্র গভীর উদ্বেগে বলেছিলেন — গান্ধীজিকে ঘিরে রেখেছে বণিকরা, তাঁর আসল ভয় সমাজতন্ত্র ও বিপ্লবকে। কিন্তু এসব কথা নিয়ে সেদিন ক'জন মাথা ঘামিয়েছিল? ফলে আজও তার মাশুল দিতে হচ্ছে। আপনারা ভেবে দেখুন, এখনও কি একই ভুল হচ্ছে না? আজও কি মানুষ কাগজ-টিভি-রেডিও'র প্রচারের জৌলুসে, নেতাদের গালভরা প্রতিশ্রুতি শুনে ও প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে কখনও এই দলকে, কখনও ওই দলকে 'ত্রাতা' বলে ভোটে জেতাচ্ছে না?

ভোট মানে এখন মানি পাওয়ার মাস্‌ল পাওয়ারের খেলা

বহুদিন আগেই মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ দুঃখ করে বলেছিলেন, এই দেশের মানুষ অতীতে কম লড়াই করেনি, কম রক্ত ঢালেনি ; কিন্তু দল বিচার করতে না পারায়, নেতৃত্ব চিনতে না পারায় বারবার ঠকেছে, বার বার মার খেয়েছে। তিনি আরও বলেছিলেন, সমাজ যেমন শোষক-শোষিতে, মালিক-শ্রমিকে এই দুই পরস্পরবিরোধী শ্রেণীতে বিভক্ত, তেমনি রাজনীতিতেও দুই শ্রেণীর দল আছে। শোষকশ্রেণীর দল সবসময়ই নিজের পরিচয় গোপন করে মুখে 'দেশের স্বার্থ', 'জাতির স্বার্থ' এসব কথা বলে মানুষকে প্রতারণা করার জন্য। তাই শোষিত জনগণকে দলের শ্রেণীচরিত্র যাচাই করে নিতে হবে। শোষক পুঁজিপতিশ্রেণী ভোটে যখন যাকে প্রয়োজন সেই দলকে জনগণের সামনে 'ত্রাতা' হিসাবে হাজির করে, টাকা দেয়, সংবাদমাধ্যমে হাওয়া তোলে এবং গদিতে বসায়। যেমন আগেকার দিনে জমিদাররা লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে শহরে স্ফূর্তি করত, আর নায়েবরা প্রজাদের রক্ত চুষে খাজনা পাঠাত, প্রজারা ক্ষেপে উঠলে বুদ্ধিমান জমিদার গ্রামে এসে কিছু দানধ্যান করত ও রাতারাতি নায়েব পাল্টাত। আজকের পুঁজিপতিরাও তেমনি ভোটে রাজনৈতিক ম্যানেজার পাল্টায়। একবার একে মন্ত্রীত্বে বসায়, ওকে অপোজিশানে রাখে, আবার সরকারি দলের খুব বদনাম হলে তাকে সরিয়ে গতবারের অপোজিশান পার্টিকে গদিতে বসায় এবং এভাবেই প্রয়োজনমতপাল্টাপাল্টি করায় ও এই প্রক্রিয়ায় নির্মম শোষণ-লুণ্ঠন চালায়। তাছাড়া এটা শুধু আমাদের কথা নয়, বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যমও স্বীকার করছে যে, ভোট এখন মানি পাওয়ার ও মাস্‌ল পাওয়ারের খেলা, অর্থাৎ জোর যার গদি তার।

আপনাদের স্মরণ করাতে চাই, ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি ডেমোক্র্যাসির অভ্যুদয়ের যুগে উচ্চারিত হয়েছিল গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, সেক্যুলার মানবতাবাদ, বাই দি পিপল, ফর দি পিপল, অব দি পিপল এইসব বাণী। আজ একচেটিয়া পুঁজি ও সাম্রাজ্যবাদী স্তরে সেগুলি ধূলায় নিক্ষেপ করে গণতন্ত্র হত্যা, অপরের স্বাধীনতা হরণ, পরদেশ লুণ্ঠন, স্বৈরতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদ কায়েম, ধর্মীয় মৌলবাদ ও ঐতিহ্যবাদের পুনরুত্থান ঘটানো হচ্ছে। আজ বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি ডেমোক্র্যাসির সবকিছুই অতি নগ্নভাবে নির্ধারিত হচ্ছে বাই দি, ফর দি এবং অব দি মানি পাওয়ার। পিপল কথাটা শুধু কথাতেই আছে। দুর্নীতি, মিথ্যাচার, জালিয়াতি, ব্যাভিচার, বেপরোয়া লুণ্ঠন, অমানবিকতা এখন সব দেশেই বুর্জোয়া রাজনীতির মূল বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতবর্ষেও ফ্রি ও ফেয়ার ইলেকশান এখন শুধু কথায় আছে। কাগজ-টিভি-রেডিও দিয়ে হাওয়া তুলে কাজে লাগানো, ধর্ম-জাতপাত-প্রাদেশিকতা-আঞ্চলিকতা-জনজাতি ইত্যাদির ভিত্তিতে বিভাজন ঘটিয়ে ভোট ব্যাঙ্ক তৈরি করা, ভোটার লিস্টে কারচুপি করা, জাল ভোট দেওয়া, সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ভোট দিতে না দেওয়া, টাকা দিয়ে ভোট দিতে বাধ্য করা, বুথ দখল করে ছাপ্পা ভোট দেওয়া ইত্যাদি রিগিংই এখন ভোটের ফলাফল মূলত নির্ধারণ করে। এসবের পেছনে আসল শক্তি হচ্ছে বড় বড় শিল্পপতি-ব্যবসাদার-কালো টাকার কারবারি-শেয়ার মার্কেটের দালাল-স্মাগলার ও বিদেশি মাল্টিন্যাশনালদের দাক্ষিণ্যে পূর্ণ অঢেল টাকার থলি। এই টাকার থলির জোরেই এই দলগুলি যার যার ক্ষমতা অনুযায়ী মিডিয়া, পুলিশ-আমলা ও ক্রিমিন্যালদের ব্যবহার করে। এসব ক্ষেত্রে হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী বিজেপি, সেক্যুলারইজমের ধ্বজাধারী কংগ্রেস, বামপন্থার ধ্বজাধারী সি পি এম ও বিজেপি'র দোসর তৃণমূল, এরা কেউ কারো চেয়ে কম নয়। ফলে দেশে শুধু শোষণ-অত্যাচারই নয়, ডাকাতি-ছিনতাই-খুন-নারীপাচার-গণধর্ষণ-স্মাগলিং-কালোবাজারি-প্রশাসনিক দুর্নীতি-আইনের রক্ষকদের বেআইনি কার্যকলাপ সমানে বেড়েই চলেছে। শিল্পপতি-ব্যবসাদার-রাজনীতিবিদ-ব্যুরোক্রেসি-পুলিশ-ক্রিমিন্যালদের দুষ্টচক্র এই বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের মহান গণতন্ত্রের (!) সবকিছু কন্ট্রোল করছে।

'সুখের হাওয়া' বইছে ধনীদের ও গদীসর্বস্ব রাজনৈতিক নেতাদের জীবনে

আপনাদের বুঝতে হবে যে, কেন্দ্রে দীর্ঘদিন কংগ্রেস শাসনের পর দেশের আসল মালিক পুঁজিপতিরা যখন দেখলো কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রবল জনরোষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে, তখন রাতারাতি রাজনৈতিক ম্যানেজার পাল্টাবার উদ্দেশ্যেই তারা মোরারজির জনতা পার্টিকে গদিতে বসিয়েছে, পরে আরও কয়েকবার চেয়ার বদল করে বর্তমানে বিজেপি জোটকে বসিয়েছে। একইভাবে পশ্চিমবঙ্গেও কংগ্রেসের জায়গায় সি পি এমকে বসিয়েছে।

আপনারা ভেবে দেখুন, যে দেশে ১০২ কোটি জনগণের মধ্যে প্রায় ৩৫ কোটি বেকার-অর্ধবেকার, যেখানে লক্ষ লক্ষ কারখানা বন্ধ হয়েছে, বেশ কয়েক কোটি শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে, কয়েক লক্ষ সরকারি চাকুরির পদ বাতিল করা হয়েছে, লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারীকে জোর করে অবসর নেওয়ানো হয়েছে ও হচ্ছে, যে দেশে প্রায় প্রতি বছরই খরায়-বন্যায় ব্যাপক কৃষি ও লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হচ্ছে, দেনার দায়ে হাজার হাজার কৃষক আত্মহত্যা করছে, আন্তর্জাতিক সংস্থা এফ এ ও'র হিসাব অনুযায়ী যেদেশে প্রায় ২২ কোটি লোকের দু'বেলা দু'মুঠো খাওয়া জোটে না, যেদেশে অনাহারে-বিনা চিকিৎসায়-শীতবস্ত্রের অভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়, কোটি কোটি ছেলেমেয়ে অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবে থাকে, যেদেশ শিশুমৃত্যুতে, গর্ভবতী মায়ের মৃত্যুতে বিশ্বে শীর্ষস্থানে — সেই দেশে 'সমৃদ্ধির উদয় হয়েছে' এবং 'ফিল গুড' অর্থাৎ 'সুখের হাওয়া' বইছে — এরকম 'কৃতিত্ব' যারা দাবি করতে পারে, সেই দল কী জাতের? আবার দেখুন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের ভাণ্ডারে যেখানে কোটি কোটি টাকা ঘাটতি চলছে, যেখানে ধারকর্জ করে এবং সমানে ট্যাক্স ও জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে তারা সরকার চালাচ্ছে, ব্যয়বরাদ্দের সিংহভাগই যেখানে চলে যায় শুধু সুদ গুণতে, 'টাকা নেই' এই অজুহাতে যেখানে শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও অন্যান্য খাতে বারবার তারা ব্যয় কমাচ্ছে, সেখানে এই সরকারই বিজেপি'র ভোটের জন্য পাঁচশো কোটিরও বেশি টাকা ব্যয় করেছে নিজেদের 'কৃতিত্বের' বিজ্ঞাপন দিতে। কীভাবে দলের জন্য সরকারি টাকা নয়ছয় করছে। একইভাবে এ রাজ্যে সি পি এম সরকার, তৃণমূলের কলকাতা কর্পোরেশন এবং তৃণমূল নেত্রীর কয়লা দপ্তর, 'উন্নয়নে'র বিজ্ঞাপনে কয়েক কোটি টাকা অপব্যয় করেছে। অবশ্য আমরা বলছি না যে, এদের দাবি সম্পূর্ণ ভুল। সমৃদ্ধির উদয় হয়েছে, সুখের হাওয়া বইছে, উন্নয়ন ঘটেছে, কিন্তু কাদের জীবনে? কারও পৌষমাস, কারও সর্বনাশ। একদিকে কোটি কোটি দরিদ্র, নিপীড়িত ভারতবাসীর জীবনে এসেছে দুঃসহ দুঃখের অন্ধকার, অন্যদিকে এদের রক্ত নিংড়ে নিংড়ে মুষ্টিমেয় শিল্পপতি-ব্যবসাদার-ধনীদের জীবনে এসেছে আরও সুখের জোয়ার। 'সুখের হাওয়া বইছে' এইসব গদিসর্বস্ব রাজনৈতিক নেতাদের জীবনেও। ধনী ব্যবসাদার, শিল্পপতি ও তাদের স্নেহধন্য মন্ত্রী-নেতারা স্বনামে-বেনামে কত যে লক্ষ কোটি টাকা দেশ-বিদেশে সঞ্চয় করছে, কত ধনসম্পদের মালিক হচ্ছে তার হিসাব ক'জন জানে ? আর রাস্তায় কোন লোককে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, 'কি রকম সুখে আছেন', ব্যথায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে উত্তর দেবেন 'আর সুখের দরকার নেই, এখন মরণ হলেই বেঁচে যাই।'

সরকারে থাকলে কিছু না কিছু কাজ করতে হয়, ব্রিটিশরাও করেছে, কিন্তু তাকে কি প্রকৃত উন্নয়ন বলা চলে? মাল চলাচলের জন্য কিছু হাইওয়ে-ব্রীজ বানানো, কয়েকটি নতুন ট্রেন রুট খোলা ও স্টেশন রংচং করানো, কিছু বন্দর মেরামত করানো, টিভি-মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক বাড়ানো, তথ্যপ্রযুক্তি কেন্দ্র-পর্যটন কেন্দ্র-ফাইভ স্টার হোটেল খোলা, কিছু নগরী স্থাপন, মন্ত্রী ও আমলাদের আরামের জন্য আকাশচুম্বী প্রাসাদ বাড়ানো, পুলিশের থানার সংখ্যা কিছু বাড়ানো, কয়েকটি বিদ্যুতের খুঁটি পোঁতা, ইত্যাদিকেই এই দলগুলি সাড়ম্বরে 'উন্নয়ন' বলে দাবি করছে। ফলে একদিকে ওদের বহু বিঘোষিত 'উন্নয়নের' রথ বিপুল বেগে ধেয়ে চলেছে, সারথি কোথাও বিজেপি-তৃণমূল জোট, কোথাও কংগ্রেস, আবার কোথাও সি পি এম, আর আরোহী সর্বত্র শিল্পপতি-ব্যবসাদার। আর এই 'উন্নয়নের' রথের তলায় দলিত-পিষ্ট হচ্ছে

গণদাবী

বুলেটিন

বুলেটিন - ১ ৭ এপ্রিল ২০০৪ সাহায্য মূল্য ঃ ১ টাকা

জনগণের একমাত্র সংগ্রামী দল এস ইউ সি আই প্রার্থীদের জয়যুক্ত করুন

কোটি কোটি ভারতবাসী। নেতারা যখন এয়ার কন্ডিশনড পাঁচতারা হোটেলের নৈশভোজে 'উন্নয়নের' ফিরিস্তি শোনান, তখনই গ্রাম থেকে কত লক্ষ পরিবার সর্বস্ব খুইয়ে শহরের ফুটপাতে-স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে আশ্রয় নিচ্ছে, কত লক্ষ লক্ষ মাতৃপিতৃ পরিচয়হীন মানবশিশু কুকুর-বেড়ালের সাথে কাড়াকাড়ি করে ডাস্টবিন থেকে খাদ্য সংগ্রহ করছে, কত লক্ষ লক্ষ মা-বোন এমনকী ছয়সাত বছরের শিশুকন্যা পর্যন্ত দেহবিক্রির বাজারে পাচার হয়ে যাচ্ছে, এ সবের খবর কে রাখে ? দেশে এই মর্মন্তুদ পরিস্থিতিই কি চলতে থাকবে?

ভোট নয়, পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবই গণমুক্তির একমাত্র পথ

আপনারা অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন, এর প্রতিকার কোথায়? বহুদিন আগেই এস ইউ সি আই'র প্রতিষ্ঠাতা কমরেড শিবদাস ঘোষ এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, ভোটে নয় — একমাত্র পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লব সংগঠিত করেই এই শোষণ-অত্যাচারকে উচ্ছেদ করা সম্ভব। তিনি বলেছেন, ভোট যদি অবাধ ও শান্তিপূর্ণও হয় (যা এখন উচ্চারণ করাই পাগলের প্রলাপ হবে), তাহলেও ভোটে পাল্টায় সরকার, পাল্টায় না শোষণমূলক পুঁজিবাদী-ব্যবস্থা, পাল্টায় না এই শোষণব্যবস্থার আসল রক্ষক রাষ্ট্র, অর্থাৎ সশস্ত্র মিলিটারি বাহিনী-আমলাতন্ত্র-জুডিসিয়ারি। তাই তিনি বার বার বলেছেন, এই বিপ্লবের প্রস্তুতির জন্যই শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তদের জীবনের জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে জনগণকে সংগঠিত করে তীব্র শ্রেণীসংগ্রাম ও গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এই আন্দোলনের দ্বারা একদিকে যেমন সাধ্যমত দাবি আদায়ের চেষ্টা করতে হবে, অন্যদিকে জনগণকে বৈপ্লবিক রাজনীতিতে সচেতন, উন্নত নৈতি-কতায় বলীয়ান ও সংঘবদ্ধ করে ক্রমাগত উন্নত স্তরে উন্নীত করে দেশে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের উপযোগী রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দিতে হবে।

বিপ্লবীরা কেন ভোটে নামে

তিনি বলেছেন, যতক্ষণ জনগণকে এইভাবে সচেতন ও সংঘবদ্ধ না করা যাচ্ছে, ততক্ষণ ভোট এলে জনগণ ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক তার জালে ফেঁসে যায়। ফলে জনগণের সাথে থেকে সমস্ত বুর্জোয়া দল ও ভণ্ড মার্কসবাদী দলের মুখোস খুলে জনগণকে বিপ্লবী রাজনীতিতে সচেতন করার জন্য, শ্রেণীসংগ্রাম ও গণআন্দোলনকে জোরদার করে বিপ্লবই যে একমাত্র মুক্তির পথ এটা জনগণকে বোঝাবার জন্য এবং ভোটে জিততে পারলে বাইরের আন্দোলন ও সংগ্রামের পরিপূরক হিসাবে সংসদে জনগণের প্রতিবাদ ধ্বনিত করার জন্যই বিপ্লবীরা ভোটে নামে। এমনকি বিপ্লবী দল যদি সরকারে থাকার সুযোগও পায়, তাহলেও কীভাবে যথাসম্ভব পুলিশি নিপীড়ন থেকে মুক্ত রেখে শ্রেণীসংগ্রাম ও গণআন্দোলনকে তীব্রতর করার লক্ষ্যে সরকার পরিচালনা করা যায়, এটাও কমরেড ঘোষের শিক্ষায় এস ইউ সি আই '৬৭ ও '৬৯ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারে থেকে দেখিয়ে দিয়েছে।

দেখতে অনেক দল রাজনীতি কিন্তু দু'টি

আজ আপনাদের সামনে বিজেপি, কংগ্রেস, সি পি এম, তৃণমূল দেখতে আলাদা দল, নাম-ঝাণ্ডা-স্লোগান আলাদা। কিন্তু সকলেরই রাজনীতি মূলত এক। দেশের মালিক শিল্পপতি-ব্যবসাদারদের তুষ্ট করে তাদের অবাধ শোষণ-লুণ্ঠন চলতে দিয়ে কিভাবে ভোটে মন্ত্রীত্বের চাকরি পেতে পারে, এ নিয়ে এরা একে অপরের সাথে কম্পিটিশান করে। এরা প্রত্যেকেই দাবি করে — সে নিজে ভাল অপরে মন্দ, কিন্তু পুঁজিবাদ যে আসল শত্রু জনগণকে এটা কেউই বুঝতে দেয় না। অন্যদিকে শোষিত জনগণের একমাত্র পার্টি এস ইউ সি আই মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে হাতিয়ার করে লাঠি-গুলির সামনে দাঁড়িয়ে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবী লক্ষ্য নিয়ে একের পর এক সংগ্রাম ও আন্দোলন রাজ্যে রাজ্যে করে যাচ্ছে, যার খবর বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যমে বিশেষ থাকে না। ফলে দেখতে অনেক দল, কিন্তু রাজনীতি দু'টি। মন্ত্রী, এম-এল-এ, এম-পি'র সংখ্যা, কাগজ-রেডিও-টিভির প্রচারের জৌলুসে বিভ্রান্ত না হয়ে জনগণকে স্থিরভাবে বিচার করে নিতে হবে যে, কোন্ দল 'দেশের স্বার্থ', 'গণতন্ত্রের স্বার্থ', 'জাতীয় স্বার্থ', 'জনগণের স্বার্থ' এইসব ধ্বনি তুলে আসলে শোষকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করছে, আর কোন্ দল যথার্থ শোষিত জনগণের স্বার্থে মার খেয়ে খেয়ে লড়ে যাচ্ছে। এই বিচারে ভুল হলে আবারও ঠকতে হবে।

যারা ধর্মের নামে নিরীহ মানুষকে খুন করায় সেই বিজেপিকে সমর্থন করা যায় কি?

আপনাদের মনে রাখতে হবে, দুর্নীতিমুক্ত সু-রাজ ও মূল্যবোধভিত্তিক রাজনীতির ধ্বনি তুলেই বিজেপি কেন্দ্রে ক্ষমতায় এসেছিল। কিন্তু তারা দুর্নীতিতে, পাবলিক মানি আত্মসাতে, কাটমানি সংগ্রহে আজ কংগ্রেসকেও পেছনে ফেলে দিয়েছে। এই দলের প্রাক্তন সভাপতি ও কয়েকজন মন্ত্রী ঘুষ নিতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গের সি পি এমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর স্নেহধন্য পুত্রের মত বিজেপি'র প্রধানমন্ত্রীর স্নেহধন্য জামাতার ব্যবসায়িক কুকীর্তিও আজ অনেকেরই জানা। কিন্তু এরা যেহেতু এইসব মহাপুরুষদের(!) আশ্রয়ধন্য, তাই সকল তদন্ত ও আইনের তারা ঊর্ধ্বে। বিজেপি একদিকে নিজেকে 'দেশপ্রেমিক' বলে জাহির করছে, অন্যদিকে কংগ্রেসের থেকে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে দেশীয় একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে দেশের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র ধ্বংসকারী যুদ্ধবাজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামরিক ও সাংস্কৃতিক দোস্তি ও ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েই চলেছে। কে কতটা মার্কিন শাসকদের কৃপা পেতে পারে তার জন্য পাকিস্তানের সাথে কম্পিটিশান দিচ্ছে। একথাও আপনাদের স্মরণে রাখতে হবে, যখন এই দেশের লক্ষ লক্ষ জনগণ স্বাধীনতা সংগ্রামে সামিল, যে স্বাধীনতার ঝাণ্ডা বহন করেছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, লালা লাজপত, তিলক, নেতাজিরা, যে সংগ্রামের জয়গান গেয়ে সাহিত্য সাধনা করেছেন শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রেমচাঁদ, নজরুলেরা এবং যে সংগ্রামে ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিংয়ের মত হাজার হাজার তরুণ জীবন উৎসর্গ করে লড়েছেন, রক্ত ঢেলেছেন, আত্মাহুতি দিয়েছেন, তখন, যেহেতু এই স্বাধীনতা সংগ্রাম হিন্দু জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক নয়, শুধুমাত্র ব্রিটিশবিরোধী ছিল, সেজন্য এই সংগ্রামকে 'দেশাত্মবোধক বলা চলে না' এই যুক্তি তুলে সমগ্র স্বদেশী আন্দোলনকে বর্জন করেছিল বিজেপি'র জনক আর এস এস। আর এইজন্য মুসলিম লীগের মত আর এস এস-ও সেদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রশংসার সার্টিফিকেট পেয়েছিল। গোটা বিশ্বের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ ও রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, রমাঁ রলাঁ, বার্ণাড শ, আইনস্টাইনরা যখন ফ্যাসিস্ট হিটলারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত করছিলেন, তখন আর এস এস হিটলারকে আদর্শ হিসাবে বরণ করেছিল, 'ইহুদি খেদাও' থেকে এদেশে 'সংখ্যালঘু তাড়াও'য়ের শিক্ষা নিয়েছিল। আজকের প্রচারের ডামাডোলে এইসব কলঙ্ক কি চাপা দেওয়া যায়? আপনারা কি ভুলতে পারেন, হিন্দুধর্মের প্রতি কোন নিষ্ঠা থেকে নয়, স্রেফ ভোটের স্বার্থে ধর্মীয় উন্মাদনা জাগিয়ে বিজেপি একটি অমূল্য প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন বাবরি মসজিদ ধ্বংস করল। অথচ রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত লিখেছেন, 'রামের জন্মভূমি কবির মনভূমি', চৈতন্য-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যাঁরা সনাতন হিন্দুধর্মের আদর্শ প্রচার করেছিলেন, তাঁরাও কেউ কোনদিন দাবি করেননি যে বাবরি মসজিদই 'মহাকাব্যে কল্পিত রামচন্দ্রের জন্মভূমি।' যে বিজেপি শুধুমাত্র গদিলাভের জন্য রাম রথ চালিয়ে এবং সম্প্রতি গুজরাটে 'গোধরাকাণ্ডের পাল্টা' জবাব দেওয়ার স্লোগান তুলে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বালিয়ে হাজার হাজার মানুষ খুন করিয়েছে, নারীর ইজ্জৎহানি করিয়েছে, অসংখ্য শিশুকে মাতৃপিতৃহীন করিয়েছে, বিপুল ধন-সম্পদ ঘরবাড়ি ধ্বংস করিয়েছে, এই যদি তাদের ধর্ম হয় তাহলে অধর্ম কাকে বলে? ওদেরকে কি কোনও যুক্তিতে সমর্থন করা চলে? অথচ স্রেফ কেন্দ্রে মন্ত্রীত্বের লোভে এই বিজেপিকেই পশ্চিমবঙ্গে জায়গা করে দিচ্ছে তৃণমূল।

কংগ্রেস কখনই সেক্যুলারিজমের নীতি নিয়ে চলেনি

আবার দেখুন, যে কংগ্রেস হারানো রাজত্ব ফিরে পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে নেমেছে, সেই কংগ্রেসের ইতিহাস কি? এই কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বকেই কাজে লাগিয়ে ভারতীয় পুঁজিবাদ মধ্যবিত্ত বিপ্লববাদকে ঠেকিয়ে সাম্রাজ্যবাদের সাথে আপস করে ক্ষমতা দখলের কাজ হাসিল করেছে। '৪৭ সালের পর দীর্ঘদিন কেন্দ্রে ও রাজ্যে রাজ্যে সরকারে থেকে এই দল পুঁজিবাদী শোষণকে মজবুত করেছে ও অন্যদিকে শ্রমিক-চাষী-মধ্যবিত্তের আন্দোলনকে নির্মমভাবে দমন করেছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একচেটিয়া পুঁজিকে কেন্দ্রীভূত হতে সাহায্য করেছে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ঘটিয়ে এবং চিন্তা ও সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে অধ্যাত্মবাদ-ঐতিহ্যবাদের সাথে কারিগরি বিজ্ঞানভিত্তিক মানসিকতার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে দেশে ফ্যাসিবাদের ভিত্তি স্থাপন করেছে। এই দেশে গণতন্ত্রের শেষ চিহ্ন অবলুপ্ত করে জরুরি অবস্থা জারি করেছিল কংগ্রেস। দেশীয় একচেটিয়া পুঁজি ও বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির স্বার্থে গ্লোবালাইজেশন, উদারীকরণ, বিলগ্নীকরণ, প্রাইভেটাইজেশান, কর্মী সংকোচন, বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণ করানো ইত্যাদি জনস্বার্থবিরোধী ও শ্রমিকনিধন স্কীম কংগ্রেসই এদেশে প্রথম শুরু করেছিল। বিজেপি সেই পথেই এগোচ্ছে। আদর্শহীনতায়, দুর্নীতি ও স্বজনপোষণে, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ও নেতৃত্বের কলহে গোটা দলের এমন দীর্ণ অবস্থা যে ইন্দিরা গান্ধী পরিবারের এমনকী একটি পরিত্যক্ত খড়ম মাথায় না তুলে এই দলের তথাকথিত ঐক্য রক্ষা করা যায় না। ওরা দাবি করছে এবং সি পি এমও সার্টিফিকেট দিচ্ছে যে, কংগ্রেস সেক্যুলার। এটা কি ঠিক? সেক্যুলারইজমের ধারণা ইতিহাসে এসেছে পাশ্চাত্যে রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ধর্মীয় চিন্তার নিগড় থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান-রাজনীতি-সংস্কৃতি সবকিছুকে মুক্ত করার প্রয়োজনে। আমাদের দেশে বিদ্যাসাগর এই সেক্যুলার চিন্তার ঝাণ্ডা প্রথম উত্তোলন করে বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেছিলেন, বেদান্ত ও সাংখ্যে সত্য পাওয়া যাবে না, বিজ্ঞান ও যুক্তিশাস্ত্র দিয়ে সত্য বুঝতে হবে। শরৎচন্দ্র এই চিন্তাকে আরও অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাই কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, সেক্যুলার রাজনীতি বা সেক্যুলার রাষ্ট্র যেমন ধর্মবিশ্বাসে উৎসাহ দেবে না, আবার বাধাও দেবে না। ধর্মে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী — এই দুয়ের মধ্যে রাষ্ট্র থাকবে নিরপেক্ষ। ধর্মবিশ্বাসীদের ধর্ম থাকবে ব্যক্তিগত জীবনে, রাষ্ট্রের সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকবে না। তিনি বলেছিলেন, ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য পাকিস্তান যদি মুসলিম ধর্মীয় রাষ্ট্র হয়, তাহলে ভারতবর্ষ বহুধর্মীয় রাষ্ট্র, সেক্যুলার নয়। ধর্মে বিশ্বাসী হয়েও নেতাজি বলেছিলেন, 'রাজনীতি ধর্ম দ্বারা নয়, বৈজ্ঞানিক-অর্থনৈতিক ও সামাজিক যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হবে।' কিন্তু বিপ্লবভীত বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত কংগ্রেস বৈজ্ঞানিক চিন্তাকে বর্জন করে ধর্মের সাথে আপস করেছে। সব ধর্মের ঐক্যের নামে বাস্তবে প্রধানত হিন্দুধর্মের প্রাধান্য রেখেই কাজ করেছে। যার জন্য সেক্যুলার মানবতাবাদী শরৎচন্দ্র দুঃখ করে বলেছিলেন, একদল ধর্মবিশ্বাসীই দেশের রাজনীতি নাড়াচাড়া করছে, যাঁদের হওয়ার কথা ছিল সন্ন্যাসী, তাঁরাই হলেন দেশের নেতা, তাই দেশের এই দুর্গতি। দুর্গতি যে কত চরমে উঠেছিল সেটা বোঝা যায়, কংগ্রেসে হিন্দু নেতৃত্বের প্রাধান্য দেখিয়ে অধিকাংশ সংখ্যালঘু জনগণকে বিভ্রান্ত করে স্বদেশী আন্দোলনের বাইরে রাখা গেল ও দেশভাগের দাবিও তোলানো গেল, অন্যদিকে উচ্চবর্ণের হিন্দু নেতৃত্বের কর্তৃত্ব দেখে দলিত ও জনজাতিরাও স্বাধীনতা আন্দোলনের বাইরে রয়ে গেল। তাই কমরেড ঘোষ বলেছিলেন, কংগ্রেস নেতৃত্বের এই ভূমিকার ফলে স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেশে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জাতিগত ঐক্য কিছুটা এলেও, ধর্ম-জাতপাত-প্রাদেশিকতা ও আঞ্চলিকতাকে ভিত্তি করে ভারতবর্ষ বিভক্ত থেকে গেল — যার মাশুল আজও দেশের জনগণকে দিতে হচ্ছে। শুধু তাই নয়, সরকারে আসার পর জনগণের ঐক্য ভাঙার জন্য এবং নির্বাচনে মাইনরিটি ভোট ব্যাঙ্ক তৈরি করার জন্য কংগ্রেসও বহুবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় উস্কানি দিয়েছে, বাবরি মসজিদে রামলালার পুজাও কংগ্রেসই প্রথম শুরু করেছে। অথচ এই কংগ্রেসকেই সি পি এম নির্বাচনের স্বার্থে 'সেক্যুলার' আখ্যা দিচ্ছে। ভেবে দেখুন, এই বুর্জোয়া দল কংগ্রেসকে কি সমর্থন করা যায়?

তৃণমূল রাজনৈতিক ডিগবাজিতে রেকর্ড করেছে

আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করছেন, পশ্চিমবঙ্গে বেশ কিছু মানুষ সি পি এম অপশাসনে ও অত্যাচারে ক্ষিপ্ত হয়ে সি পি এমকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য কোন বাছবিচার না করে অন্ধের মতো তৃণমূলের কথা ভাবছেন। যেমন আপনাদের মধ্যে যাঁরা প্রবীণ তাঁদের নিশ্চয়ই মনে আছে, অতীতে কংগ্রেস শাসনেও অতিষ্ঠ হয়ে একইভাবে পশ্চিমবঙ্গের জনগণ — 'এখন কোন কথা নয়, এখন কংগ্রেসকে সরাতে হলে সি পি এমকে চাই' বলে সি পি এমকে গদিতে বসিয়েছে। তার ফল কী হয়েছে? এবারও কি একই ভুল হচ্ছে না? একথা কি অস্বীকার করা চলে যে, কংগ্রেস-বিজেপির মত তৃণমূলও

জনগণের একমাত্র সংগ্রামী দল এস ইউ সি আই প্রার্থীদের জয়যুক্ত করুন

বুর্জোয়াদের একটি দল, তবে আঞ্চলিক দল। কোন নীতিগত কারণে নয়, স্রেফ রাজ্য কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এই দলের নেত্রী সুবিধা করতে না পেরে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসেছেন। রীতিনীতি-আদর্শে-চরিত্রে-চালচলনে কংগ্রেসের সাথে এই দলের কোন পার্থক্য নেই। ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী, নরসীমা রাওয়ের আমলে সি পি এমের সাথে কংগ্রেসের বোঝাপড়া আছে জেনেও এই দলের নেতৃত্বের সেদিন কংগ্রেস করতে অসুবিধা হয়নি। বরং জরুরি অবস্থার কালো দিনে এঁরা 'এশিয়ার মুক্তিসূর্য ইন্দিরা গান্ধী যুগ যুগ জিও', 'সঞ্জয় গান্ধী যুগ যুগ জিও' এই ধ্বনি তুলতেন। চরম জনবিরোধী ও দুর্নীতিগ্রস্ত শাসন চলছে জেনেও নরসীমা রাওয়ের আমলে এই দলের নেত্রী মন্ত্রীত্বে ছিলেন। পরে রাজ্য কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হতে না পেরে হঠাৎ 'কংগ্রেস সি পি এমের 'বি' টিম হয়ে গেছে' এটা আবিষ্কার করে নিচুতলার কংগ্রেসীদের ও জনগণের সি পি এম বিরোধিতাকে পুঁজি করে 'বাংলা বাঁচাবার' স্লোগান তুলে তৃণমূল কংগ্রেস গড়লেন এবং সাম্প্রদায়িক বিজেপি'র সাথে মিতালী করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় স্থান করে নিলেন এবং এভাবেই বাংলাকে 'বাঁচালেন'। আবার গত বিধানসভা ভোটের মুখে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার 'তেহেলকা কেলেঙ্কারী' জানাজানি হওয়ায় ভোটে অসুবিধা হতে পারে এই আশঙ্কায় মন্ত্রীসভা থেকে নাটকীয়ভাবে পদত্যাগ করে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে তৃণমূল নেত্রী কংগ্রেসের সাথে গাঁটছড়া বাঁধলেন। কিন্তু ভোটে ভরাডুবি হওয়ার পর আবার বিজেপি'র দরজায় দীর্ঘদিন ধর্না দিয়ে সম্প্রতি কোনমতে একটি মন্ত্রীত্বের দপ্তর পেয়েছেন। ভোট ও মন্ত্রীত্বের গদির জন্য বারবার উল্টোপাল্টা কথা বলা ও ডিগবাজির ক্ষেত্রে এই দলের নেতৃত্ব রেকর্ড স্থাপনের দাবি করতে পারে। মাঝে মাঝে স্রেফ রাজনৈতিক অস্তিত্ব বজায় রাখা ও ভোটের পুঁজি সংগ্রহের জন্য এই দল আন্দোলনের নামে কিছু বিক্ষিপ্ত স্টান্ট দেয় এবং প্রকৃত গণআন্দোলন গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করে। যে দলের এই হালচাল ও যে দলে নেত্রীর ইচ্ছাতেই কর্ম, বাকিরা নিমিত্তমাত্র সেই দলের ভবিষ্যতও বা কতটুকু? বাস্তবে আর দু'একটা ভোটে ঘা খাওয়ার পর এই দলের অধিকাংশকে হয় কংগ্রেসে ফিরে আসতে হবে, না হয় বিজেপিতে ঢুকতে হবে। একথাও আপনাদের মনে রাখতে হবে, যে বুর্জোয়াশ্রেণী পশ্চিমবঙ্গে গণআন্দোলন ধ্বংস করার লক্ষ্যে সি পি এমকে গদিতে বসিয়েছে, সেই বুর্জোয়াশ্রেণীকে অসন্তুষ্ট করে বিজেপি, কংগ্রেস বা তৃণমূলের কারো সাধ্য নেই সি পি এমের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারে। বক্তৃতায় একে অপরের বিরুদ্ধে যাই গরম কথা বলুক, তলায় তলায় শুধু কংগ্রেসই নয়, বিজেপি নেতাদের সাথেও সি পি এম নেতাদের দোস্তি আছে। ফলে, সি পি এমকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য যাঁরা তৃণমূল, কংগ্রেস বা বিজেপিকে মদত দেওয়ার কথা ভাবছেন, তাঁরাও বাস্তবে খাল কেটে কুমীরই আনছেন।

সি পি এমের চরিত্র, আদর্শ, কর্মপদ্ধতি, সংস্কৃতি কোনটাই মার্কসবাদী নয়

মনে রাখবেন, জনগণের মধ্যে সি পি এমের কার্যকলাপে বীতশ্রদ্ধ হয়ে যাঁরা মার্কসবাদের বিরুদ্ধতা করছেন, বামপন্থার পরিবর্তে দক্ষিণপন্থার দিকে ঝুঁকছেন, তাঁরাও ভুল করছেন। বিচার করে দেখতে হবে, সি পি এম মার্কসবাদের তক্‌মা লাগিয়েছে বলেই কি তারা যথার্থই মার্কসবাদী? যেমন অনেক ঘা খেয়েই মানুষ বলেছিল, 'গেরুয়া পরলেই সন্ন্যাসী হয় না', 'মক্কা গেলেই হাজী হয় না', 'খদ্দর পরলেই স্বদেশী হয়না', তেমনি মহান লেনিনও বলেছিলেন, হাতে লাল ঝাণ্ডা নিলে আর 'মার্কসবাদ জিন্দাবাদ' বললেই মার্কসবাদী হয় না। এইজন্যই তাঁকে রাশিয়ায় এবং মহান মাও সেতুংকে চীনে পরিচিত 'মার্কসবাদী' দল ত্যাগ করে আলাদা যথার্থ মার্কসবাদী দল গড়ে বিপ্লব করতে হয়েছিল। রাশিয়ায় ও চীনে যারা সমাজতন্ত্র ধ্বংস করে পুঁজিবাদ ফিরিয়ে এনেছে, সেই ক্রুশ্চেভ-ব্রেজনেভ-গরবাচভ ও লিউ শাও চি-দেং শিয়াও পিং-জিয়াং জেমিনরাও 'মার্কসবাদ-লেনিনবাদ জিন্দাবাদ' করতে করতেই প্রতিবিপ্লব সংঘটিত করেছে। বলাবাহুল্য অবিভক্ত সি পি আই এবং বর্তমানে সি পি এম-সি পি আই এই জাতেরই মার্কসবাদী। স্বদেশী আন্দোলনে বিপ্লবী যোদ্ধা নেতাজির কয়েকটি উক্তি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। প্রবীণরা জানেন, স্বদেশী আন্দোলনে দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্র অবিভক্ত সি পি আইয়ের সমর্থন প্রত্যাশা করেছিলেন, কিন্তু সমর্থন তো দূরের কথা এই দল পদে পদে দক্ষিণপন্থীদের সাথে হাত মিলিয়ে নেতাজির বিরুদ্ধতা করেছে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও নেতাজি একজন জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী হিসাবে মার্কসবাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'ভারতবর্ষে যারা কমিউনিস্ট বলে পরিচিত তাদের দেখে মনে হয় না কমিউনিস্টরা স্বাধীনতা চায়। কিন্তু আমি মার্কস-লেনিনের পুস্তক ও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ডকুমেন্ট পড়ে বুঝেছি স্বাধীনতার সংগ্রাম আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।' তিনি আরও বলেছিলেন, 'ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বে জার্মানির শ্রেষ্ঠ অবদান মার্কসবাদ, আর বিংশ শতাব্দীতে রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ অবদান শ্রমিক বিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সর্বহারা সংস্কৃতি।' নেতাজি যে এদের দেখে কমিউনিজমকে ভুল বোঝেননি এবং মার্কসবাদের প্রতি শ্রদ্ধা হারান নি, তা থেকে আপনাদের শিক্ষা নিতে হবে। নেতাজি দুঃখ করে একথাও বলেছিলেন, 'কমিউনিজমের মতো একটি মানবিক সার্বজনীন আদর্শ এদেশে জায়গা করতে পারলো না, তার কারণ এদেশে কমিউনিস্ট বলে যারা পরিচিত তাদের কর্মপদ্ধতি ও কৌশল এমন যে এরা মানুষকে বন্ধু করার পরিবর্তে শত্রু বানিয়ে দেয়।' নেতাজির এই উক্তির ১০ বছর বাদে ১৯৪৮ সালে মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখান যে, অবিভক্ত সিপিআই আদৌ মার্কসবাদ-লেনিনবাদসম্মত বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠেনি, ফলে জন্মলগ্ন থেকেই এই দলের চরিত্র, আদর্শ, কর্মপদ্ধতি, সংস্কৃতি সবকিছুই শ্রমিকশ্রেণীর পরিবর্তে একটি পেটিবুর্জোয়া শ্রেণীর দলের বৈশিষ্ট্য নিয়ে গড়ে উঠেছে ও বহন করছে। সিপিআই থেকে বেরিয়ে আসা সিপিএমের ক্ষেত্রেও একই বিশ্লেষণ তিনি করেছেন। তাই তিনি আলাদাভাবে একটি যথার্থ মার্কসবাদী দল হিসাবে এস ইউ সি আই-কে গড়ে তুলেছেন।

মার্কসবাদও ইতিহাসের অগ্রগতির প্রয়োজনেই এসেছে, কারও মর্জিতে নয়

আপনাদের মনে রাখতে হবে, মানব ইতিহাসের অগ্রগতির প্রয়োজনে একদিন যেমন ধর্মীয় চিন্তা এসেছিল, পরবর্তীকালে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ ও পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র এসেছিল, তেমনি মার্কসবাদও ইতিহাসের প্রয়োজনেই এসেছে, একে গায়ের জোরে অস্বীকার করা যায় না। আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্যগুলিকে ভিত্তি করেই মার্কসবাদ বৈজ্ঞানিক দর্শন হিসাবে এসেছে। বিজ্ঞানকে অস্বীকার করা যেমন বস্তুজগতের পরিবর্তনকে, পরিবর্তনের নিয়মকে অস্বীকার করা, তেমনি মার্কসবাদকে অস্বীকার করা মানে হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতি ও সমাজের পরিবর্তনের নিয়মকে অস্বীকার করা। মার্কসবাদকে অস্বীকার করা মানে হচ্ছে, পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-লুণ্ঠন-দারিদ্র্য-বেকারী-ছাঁটাই-অনাহারে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু, সকল অন্যায়-অত্যাচারকে চিরস্থায়ী ও অদৃষ্টের লিখন বলে মেনে নেওয়া। উপরন্তু মার্কসবাদ ছাড়া আজকের দিনে কোন প্রশ্নেই বিজ্ঞানসম্মত সঠিক ও সামগ্রিক সত্যোপলব্ধি পাওয়া যায় না। রাশিয়ায়-চীনে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় থেকেও প্রমাণিত হয় না যে, মার্কসবাদ ব্যর্থ। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর ক্ষমতাচ্যুত বুর্জোয়াশ্রেণীর আক্রমণ আরও সূক্ষ্ম ও তীব্র হবে — এই আশঙ্কা মহান মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে-তুঙ, শিবদাস ঘোষ সকলেই ব্যক্ত করেছেন এবং শ্রমিকশ্রেণীর দলের নেতৃত্বে সঠিক মার্কসবাদী পথে সংগ্রাম করতে না পারলে পুনরায় পুঁজিবাদ ফিরে আসতে পারে, এই হুঁশিয়ারিও তাঁরা দিয়ে গেছেন। চিকিৎসা বিজ্ঞান ঠিক হলেও ঠিকমত প্রয়োগ করতে না পারলে রুগির মৃত্যু ঘটতে পারে, কিন্তু তার জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানকে দায়ী করা চলে না। তেমনি মার্কসবাদকে সঠিকভাবে প্রয়োগ না করতে পারায় রাশিয়ায়-চীনে যা ঘটেছে, তার জন্য মার্কসবাদকে দায়ী করা চলে না। তাছাড়া একথাও বুঝতে হবে যে, যেকোন নতুন আদর্শের চূড়ান্ত জয়ের আগে বহুদিন জয়-পরাজয়-জয়ের পথ অতিক্রম করতে হয়। এমনকি বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিপ্লব এক ধরনের শোষণব্যবস্থার পরিবর্তে আরেক ধরনের শোষণব্যবস্থা প্রবর্তনের সংগ্রাম হওয়া সত্ত্বেও চূড়ান্ত বিজয়ের আগে রেঁনেশাসের আন্দোলন থেকে শুরু করে কয়েক শত বছর জয়-পরাজয়-জয়ের পথে চলতে হয়েছে। আর সমাজতন্ত্র তো দাসপ্রথা-রাজতন্ত্র-পুঁজিবাদ মিলে হাজার হাজার বছর ধরে যে শোষণব্যবস্থা সমাজে চলেছে তাকে উচ্ছেদের বিপ্লব, সেখানে রাশিয়ায় ৭৩ বছর ও চীনে ৫৫ বছরের সমাজতন্ত্রের সংগ্রামের ইতিহাস কতটুকু সময়। বিজ্ঞানসম্মত ও ইতিহাসসম্মত সমাজপরিবর্তনের নিয়ম অনুযায়ী সমাজতন্ত্রের বিজয় অনিবার্য। ফলে এতে হতাশ হওয়ার ও মার্কসবাদের প্রতি আস্থা হারানোর কিছু নেই।

আপনাদের স্মরণে রাখতে হবে, পশ্চিমী দুনিয়ার বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সভ্যতার গৌরব যখন অস্তমিত, যখন বিশ্বের পুঁজিবাদী দেশগুলি তীব্র বাজার সঙ্কট, মন্দা, ছাঁটাই, শোষণ, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে নিমজ্জিত, মনুষ্যত্ব ও মূল্যবোধের সঙ্কটে যখন চতুর্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন, তখন শুধু বিশ্বের শোষিত জনগণের কাছেই নয়, এমনকী পাশ্চাত্যের সর্বশেষ মানবতাবাদী শ্রেষ্ঠ সন্তান রমাঁ রলাঁ, বার্নার্ড শ, আইনস্টাইনেরা ও আমাদের দেশের রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রেমচাঁদ, নজরুলেরা এবং নেতাজী, ভগৎ সিং'রা রাশিয়ার নতুন সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের অভ্যুদয়কে অকুণ্ঠ চিত্তে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। আজ তাঁরা বেঁচে থাকলে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ে খুবই দুঃখ পেতেন। এই মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে হাতিয়ার করেই বিংশ শতাব্দীতে লক্ষ লক্ষ তরুণের প্রাণের বিনিময়ে ঐতিহাসিক রুশ বিপ্লব, চীন বিপ্লব, ভিয়েতনামের মুক্তি অর্জন, দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্যাসিস্ট জার্মানির পরাজয়, অর্থাৎ সভ্যতার যা কিছু অগ্রগতি সবকিছু ঘটেছে। এই মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে হাতিয়ার করেই একটি অত্যন্ত অনুন্নত দেশ রাশিয়া অর্থনীতি-রাজনীতি-জ্ঞান-বিজ্ঞানে-সংস্কৃতিতে-সামরিক শক্তিতে এত বলীয়ান হয়ে উঠেছিল যে, গোটা বিশ্বের মুক্তিকামী ও স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষ সোভিয়েট ইউনিয়নকে ত্রাতা হিসাবে গণ্য করত, আর সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিপতিরা আতঙ্কে কাঁপত। সোভিয়েট ইউনিয়ন বেঁচে থাকলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এভাবে আফগানিস্তানে ও ইরাকে বর্বর হামলা চালাতে পারত? গোটা বিশ্বে এভাবে আধিপত্য করতে পারত? মার্কসবাদকে বর্জন করে আজ সেই রাশিয়ার কি দৈন্যদশা! আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ইতিহাসের গতি এখানেই থেমে থাকবে না। আজ এমনকী উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে, ইউরোপে-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শোষিত-অত্যাচারিত লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-জনগণ 'সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ ধ্বংস হোক' দাবি নিয়ে বারবার প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে, রাশিয়ার শৃঙ্খলিত শ্রমিকশ্রেণী হাজারে হাজারে লেনিন-স্ট্যালিনের প্রতিকৃতি নিয়ে 'সোভিয়েট ইউনিয়ন' ফিরিয়ে আনার দাবি নিয়ে মিছিল করছে।

প্রকৃতিজগতের রহস্য উন্মোচনের সংগ্রামের পথে যেমন বিজ্ঞানের ক্রমাগত বিকাশ হচ্ছে, তেমনি বৈজ্ঞানিক দর্শন মার্কসবাদও বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারকে ভিত্তি করে বুর্জোয়াশ্রেণীর আদর্শগত ও সাংগঠনিক আক্রমণকে মোকাবিলা করে ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের নানা সমস্যা সমাধানের পথে ক্রমাগত বিকশিত হচ্ছে। এভাবেই মহান এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে-তুঙ ও শিবদাস ঘোষ মার্কসবাদকে ক্রমাগত আরও সমৃদ্ধ, উন্নত ও বিকশিত করে গেছেন। একে হাতিয়ার করেই আবার দেশে দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব মাথা তুলে দাঁড়াবে এটা সুনিশ্চিত।

'মার্কসবাদী' নাম নিয়ে সি পি এম মার্কসবাদকে কলঙ্কিত করছে

একথা আপনাদের বুঝতে হবে, এই মহান মার্কসবাদের ও সোভিয়েট সমাজতন্ত্রের গৌরব ও মর্যাদাকে আত্মসাৎ করেই, কমিউনিজমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল জনগণকে বিভ্রান্ত করেই প্রথমে অবিভক্ত সিপিআই ও পরে সিপিএম শক্তি বাড়িয়েছে। ইংলন্ডে যেমন বর্তমান সরকারি দল নামেই লেবার পার্টি, বাস্তবে সাম্রাজ্যবাদীদের দালালি করছে, এখানেও সিপিএম নামে 'মার্কসবাদী', বাস্তবে বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থে কাজ করে মার্কসবাদকে কলঙ্কিত করছে। বহুদিন আগেই কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়ে গেছেন যে, যেখানে ভারতীয় পুঁজিবাদ একচেটিয়া ও লগ্নীপুঁজির স্তরে পৌঁছে সাম্রাজ্যবাদী বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে, সেখানে সিপিএম ও সিপিআই'র নেতারা পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিবর্তে 'প্রগতিশীল বুর্জোয়াদের' নিয়ে 'জনগণতান্ত্রিক' ও 'জাতীয় গণতান্ত্রিক' বিপ্লবের তত্ত্ব হাজির করেছেন এবং কংগ্রেস সহ নানা বুর্জোয়া দলগুলির মধ্যে প্রয়োজনমত 'প্রগতিশীল শক্তি' খুঁজে বের করে তাদের সাথে বোঝাপড়া গড়ে তুলছেন। এভাবেই দলের কর্মীদের বিভ্রান্ত করছেন এবং কখনও কংগ্রেসের সাথে, কখনও বিজেপি'র সাথে ও অন্যান্য আঞ্চলিক বুর্জোয়া দলগুলির সাথে তাঁরা হাত মেলাচ্ছেন। এখানে

জনগণের একমাত্র সংগ্রামী দল এস ইউ সি আই প্রার্থীদের জয়যুক্ত করুন

উল্লেখ করা দরকার ওরা একসময় ইন্দিরা কংগ্রেসকে 'প্রগতিশীল' আখ্যা দিয়ে এতদূর গিয়েছিলেন যে '৭৩-'৭৪ সালে যখন হিন্দিভাষী এলাকায় নানা গণতান্ত্রিক দাবিতে প্রবল ইন্দিরাবিরোধী বিক্ষোভ চলছিল, তখন 'দক্ষিণপন্থীরা আছে' এই প্রশ্ন তুলে তাতে সামিল হননি। এমনকি পরোক্ষে জরুরি অবস্থাকেও সমর্থন জানিয়েছিলেন এবং এই সবের সুযোগ নিয়েই তদানীন্তন জনসংঘ ও আর এস এস খোলা ময়দান পেয়ে এই বিক্ষোভগুলিকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের ইমেজ ও শক্তি বাড়িয়েছিল। আবার যেই দেখলেন '৭৭ সালে নির্বাচনে জনসংঘ, সংগঠন কংগ্রেস ইত্যাদি নিয়ে গঠিত জনতা পার্টির পক্ষে খুব হাওয়া তখন এক মুহূর্তেই ভোল পাল্টে 'স্বৈরাচারী' কংগ্রেসের বিরুদ্ধে 'গণতান্ত্রিক' জনতা পার্টির সাথে মৈত্রী গড়ে তুললেন, আবার '৮৮ সালেও বিজেপি'র সাথে হাত মিলিয়ে ভি পি সিং-এর জনতা দলকে সমর্থন জানালেন। কলকাতা ময়দানে জ্যোতি বসু-বাজপেয়ী 'দুর্নীতি'র বিরুদ্ধে ও 'গণতন্ত্র' রক্ষায় একত্রে মিটিং করলেন, বিজেপি'র সমর্থনে কলকাতা করপোরেশন চালালেন। আর এই মৈত্রীর জন্যই আদবানির রথকে পুরুলিয়ায় ঢুকতে দিলেন, যার ফলে সেখানে দাঙ্গার আগুন জ্বলেছিল। এইভাবেই ওরা সাম্প্রদায়িক বিজেপি'র শক্তিবৃদ্ধিতে কার্যত সাহায্য করেছিল। আজ আবার 'সাম্প্রদায়িক' বিজেপি'র বিরুদ্ধে 'সেক্যুলার' কংগ্রেসের সাথে হাত মেলাচ্ছেন। ওঁদের ভাবখানা এই, যেহেতু দলের নাম 'মার্কসবাদী', তাই নেতৃত্ব যা-কিছু করেন সবই মার্কসবাদসম্মত ! এরকম মার্কসবাদ মার্কস, লেনিন কেউই বোঝেননি। ওঁরা কর্মীদের বোঝান, যেভাবেই হোক শক্তি বাড়াতে হবে, সীট বাড়াতে হবে, তার জন্য খুন, জখম, সন্ত্রাস, রিগিং, পুলিশ ও ক্রিমিন্যালদের ব্যবহার, অন্যদের কণ্ঠরোধ করা সবই চলতে পারে, এখানে কোন নীতি-আদর্শ-নৈতিকতার প্রশ্নই নেই। সিপিএম-এর এইসব আচরণের সাথে একটি বুর্জোয়া দলের ফ্যাসিস্ট কর্মপদ্ধতির কোন পার্থক্য নেই। অথচ রাশিয়া-চীনে-ভিয়েতনামে কমিউনিস্টরা মার খেয়ে খেয়ে আদর্শ ও চরিত্রের জোরে জনগণকে জয় করেছে। সিপিএম নেতৃত্ব দলের কর্মীদের আরও বোঝায়, অত নীতি-আদর্শ দেখলে ভোটে জেতা যাবে না, সরকারে যাওয়া যাবে না, আর সরকারে যাওয়ার পর আন্দোলন করে শিল্পপতি-ব্যবসাদারদের চটালে সরকার থাকবে না। আর সরকার না থাকলে বামপন্থা দুর্বল হলে দক্ষিণপন্থা শক্তিশালী হবে। ফলে নেতারা যা করছেন সবই ঠিক। এভাবেই তারা শ্রেণীসংগ্রাম ও গণআন্দোলনকে মেরে পুঁজিপতিদের দয়ায় গদিতে বসে 'বামপন্থাকে শক্তিশালী করছে!' আর ওদের কাজকর্মে অতিষ্ঠ হয়ে জনগণ বামপন্থা বিরোধী হচ্ছে। অথচ পাঁচ ও ছয়ের দশকে যখন বামপন্থীরা সরকার গড়তে পারবে একথা কেউ ভাবতে পারেনি, তখন জনগণের মধ্যে, বিশেষত শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে বামপন্থার প্রতি প্রবল শ্রদ্ধা ও সমর্থন ছিল। আজ সিপিএম-এর বহু সৎ কর্মী হয় বহিষ্কৃত, নিষ্ক্রিয়, না হয় হতাশাচ্ছন্ন। বাকিরা নিজ নিজ এলাকায় পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যালিটি, নানা স্কুল-কলেজের কমিটি বা এইধরনের আরও সমস্ত কমিটি কন্ট্রোল করে বা পুলিশ-ক্রিমিন্যাল-ব্যবসাদার-স্মাগলারদের সাথে দোস্তি করে প্রমোটারি-কন্ট্রাক্টরি নানা ব্যবসা করে 'রাজত্ব' চালাচ্ছে। এরা সকলেই ক্ষুদে মন্ত্রী, মানুষকে মানুষ বলেই কেয়ার করে না, শিক্ষক-ডাক্তার-উকিল-শ্রমিক-কৃষক সকলকেই অসম্মান করে। এরা অনেকেই নানা ক্রিমিন্যাল কাজে যুক্ত। কিন্তু সরকারি দলের লোক, তাই পুলিশ প্রশাসনের কাছে এদের সাত খুন মাপ। এভাবেই সিপিএম আজ এরাজ্যে 'বামপন্থাকে শক্তিশালী করছে'!

একমাত্র এস ইউ সি আই যথার্থ বামপন্থী শক্তি ও বিরোধী দল

আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ করছেন, দেশের এই চরম দুর্দিনে রাজ্যে রাজ্যে এবং পশ্চিমবঙ্গে একমাত্র এস ইউ সি আই দল একদিকে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ, পুঁজিবাদী শোষণ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে এবং অন্যদিকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সকল জনবিরোধী সিদ্ধান্তের প্রতিরোধে মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে হাতিয়ার করে একের পর এক গণআন্দোলন ও শ্রেণীসংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। এই সংগ্রামে এই দলের বহু কর্মী প্রাণ দিচ্ছে, রক্ত ঢালছে, আহত ও কারারুদ্ধ হচ্ছে। এই দলের কর্মীদের সততা, নিষ্ঠা, সংগ্রামী তেজ, নৈতিক বল, সুশালীন ও সুশৃঙ্খল আচরণ দলমত নির্বিশেষে সকলকেই আকৃষ্ট করছে। অনেকেই প্রশ্ন করেন, আজকের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনে এই দলের কর্মীরা এই শক্তি কোথা থেকে পায়? আপনাদের বুঝতে হবে, এই শক্তিরও উৎস মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা। এস ইউ সি আই দল কি চাইলে সিপিএম-এর সাথে হাত মিলিয়ে গদির রাজনীতি করতে পারত না ? ওদের 'দয়ায়' এমএলএ, এমপি, মন্ত্রীত্ব পেতে পারত না ? কিন্তু কমরেড শিবদাস ঘোষের নির্দেশ — যদি একটা সীটও না পাও, না পাবে, কিন্তু মার্কসবাদ, জনগণ ও বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। আজও দল এই শিক্ষা বহন করেই সর্বশক্তি দিয়ে গণআন্দোলন ও শ্রেণীসংগ্রাম গড়ে তুলছে।

১৮ বছর ধরে এস ইউ সি আই পরিচালিত গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনের ফলেই সিপিএম সরকার প্রাথমিকে ইংরেজি চালু করতে বাধ্য হয়েছে। এই দলের আন্দোলনের ফলেই কয়েকবার বর্ধিত বাসভাড়া, বিদ্যুতের মাশুল, হাসপাতালের চার্জ, ছাত্রদের ফি সিপিএম সরকার কমাতে বাধ্য হয়েছে। আন্দোলনের জোরেই এস ইউ সি আই শ্রমিক-কৃষকদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দাবি ও স্থানীয় সমস্যার সমাধান করেছে। বধূহত্যা ও নারী নির্যাতনের জন্য দায়ী সি পি এম-আশ্রিতদের শাস্তি দিতে বাধ্য করা হয়েছে। এই আন্দোলনগুলিই পশ্চিমবঙ্গে সংগ্রামী ঐতিহ্য, বিবেক, মনুষ্যত্ব বাঁচিয়ে রেখেছে। এইজন্যই আজ জনগণের হৃদয়ে এস ইউ সি আই একমাত্র গণআন্দোলনের শক্তি ও প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর হিসাবে শ্রদ্ধায় অধিষ্ঠিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, বাকি সব দলই কোথাও না কোথাও মন্ত্রীত্বে থেকে সরকারি দল, এস ইউ সি আই-ই একমাত্র যথার্থ বিরোধী দল। সিপিএমের রাজত্বকালে এস ইউ সি আই-এর ১৩১ জন কর্মীকে পুলিশ ও ক্রিমিন্যাল দিয়ে খুন করা হয়েছে, ৫০০ কর্মীকে গুরুতর জখম করা হয়েছে, মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে বিচারের প্রহসন ঘটিয়ে শতাধিক নেতা-কর্মীকে কারারুদ্ধ করা হয়েছে — যার মধ্যে ২১ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে, আরও তিন শতাধিকের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা চলছে, কয়েক শত কর্মী-সমর্থকের বাড়ি লুঠ ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে, এমনকী ঘরের মা-বোনের ইজ্জতহানি করা হয়েছে। এসবের খবর আর কতটুকু কাগজে-রেডিও-টিভিতে আসে ? আপনারা ভেবে দেখুন, কেন সিপিএম এরকম নৃশংসভাবে এস ইউ সি আই-এর উপর আক্রমণ চালাচ্ছে ? আমাদের দল কি ওদের গদি কেড়ে নিচ্ছে ? নিশ্চয় তা নয়। তাহলে ? কিন্তু তা সত্ত্বেও অন্য কোন দলকে নয়, একমাত্র এস ইউ সি আই-কেই সিপিএম দুশমণ বলে গণ্য করে। কারণ, '৭৭ সালে ভোটের আগে সিপিএম-এর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বেতারভাষণে পুঁজিপতিদের আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, 'এবার বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এলে পশ্চিমবঙ্গে আন্দোলন, অশান্তি হবে না। গত যুক্তফ্রন্ট সরকারে এস ইউ সি আই থাকার জন্য এসব হয়েছে। এবার আমাদের সাথে এ দল নেই।' কিন্তু এস ইউ সি আই-এর দুর্বার আন্দোলনের ফলে সিপিএম নেতৃত্বকে খোলাখুলি দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের দেওয়া কথা রাখতে গিয়ে পদে পদে দ্বিচারিতার আশ্রয় নিতে হচ্ছে। এস ইউ সি আই-এর আন্দোলনের দাবি কিছু কিছু হলেও যেহেতু ওরা মানতে বাধ্য হচ্ছে, সিপিএমের নিচুতলার সৎ কর্মীরা এই দলের আন্দোলনের দিকে ঝুঁকছে, সাধারণ মানুষ বুকভরা ভালোবাসা নিয়ে এস ইউ সি আই-কে সমর্থন জানাচ্ছে, ভারতের প্রতিটি রাজ্যে এস ইউ সি আই ছড়িয়ে পড়েছে, সৎ চিন্তাশীল মহল, শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মহল এই দলকেই একমাত্র আশার আলো বলে গণ্য করছে, তাই পুঁজিপতিরা এত আতঙ্কিত, তাই সিপিএম এত ক্ষিপ্ত। তাই ওরা মরিয়া, যেভাবেই হোক এস ইউ সি আই-কে নিশ্চিহ্ন করতে হবে, রিগিং করে জয়নগর-কুলতলি কেন্দ্র এস ইউ সি আই-এর হাত থেকে কেড়ে নিতে হবে। ওরা জানে না কোন বিপ্লবী দলকে খুন করে, অত্যাচার করে নিশ্চিহ্ন করা যায় না। বিপ্লবী দল এমএলএ, এমপি-র জোরে লড়ে না, লড়ে বৈপ্লবিক আদর্শ ও নৈতিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে।

বাঁচার আন্দোলন ও শোষণমুক্তির সংগ্রামকে জোরদার করতে এস ইউ সি আই প্রার্থীদের সমর্থন করুন

আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, আমাদের দল আন্দোলন করে শুধু তাই নয়, বহু সামাজিক-সাংস্কৃতিক-কল্যাণমূলক কাজও করে, যা অন্য কোন দল করে না। সিপিএম সরকার প্রাথমিকে বৃত্তি পরীক্ষা বন্ধ করার পর আমাদের দলের কর্মীরা শিক্ষাবিদ্‌দের সহায়তায় গত ১২ বছর ধরে বৃত্তি পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে, যাতে প্রায় ২০ লক্ষ ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছে। এরাজ্যে বারবার বিধ্বংসী বন্যায়, ওড়িশার মহাপ্লাবনে, গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের ভূমিকম্পে আমাদের দলের কর্মীরা অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করে ত্রাণ ও রিলিফের কাজ করেছে। এই রাজ্যের বহু জেলায় আমাদের দলের কর্মীরা ফ্রি-কোচিং ক্লাস ও মেডিকেল ক্যাম্প চালায়। আবার পুঁজিপতিশ্রেণীর ষড়যন্ত্রে ও সরকারি দলগুলির উদ্যোগে যখন যৌবনের সংগ্রামী নৈতিক বলকে খতম করার জন্য ভারতীয় রেনেশাঁসের মহান নায়ক ও স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লবী চরিত্রগুলির স্মৃতিকে অবলুপ্ত করে ছাত্র-যুব সমাজকে চূড়ান্ত মূল্যবোধহীনতায়, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতায় নিমজ্জিত করা হচ্ছে, যখন মদ-জুয়া-সাট্টা-ড্রাগের নেশায় ও ব্লু ফিল্ম-অশ্লীল সাহিত্যের মাদকতায় আচ্ছন্ন করা হচ্ছে, তখন তারও বিরুদ্ধে একমাত্র এস ইউ সি আই দল লড়ে যাচ্ছে। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে ছাত্র-যুব সম্প্রদায়ের মনুষ্যত্ব জাগাবার জন্য এই দলের গণসংগঠনগুলির উদ্যোগে যথাযথ মর্যাদা সহকারে ভারতীয় নবজাগরণের পুরোধা বিদ্যাসাগরের মৃত্যুশতবার্ষিকী, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মবার্ষিকী, অপরাজেয় সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী, মহান বিপ্লবী নায়ক সুভাষচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী, মৃত্যুঞ্জয় বীর শহিদ ক্ষুদিরামের জন্মশতবার্ষিকী ও শহিদ-এ-আজম ভগৎ সিং-এর জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়েছে। এদেশে আমরাই ১১ আগস্ট শহিদ ক্ষুদিরাম দিবস ও ২৩ মার্চ শহিদ ভগৎ সিং দিবস উদ্‌যাপনের সূচনা করেছি। এভাবে প্রতি বছরই বিভিন্ন মনীষী ও বিপ্লবীদের আমরা শ্রদ্ধা জানাই। আর কোন্ দল এগুলি এভাবে করে ? বরং তারা এঁদের সংগ্রামী স্মৃতিকে ভয় পায়।

মনে রাখবেন, এই নির্বাচনে একদিকে পুঁজিবাদী শোষণের রক্ষক বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএম ও তৃণমূল, আর অন্যদিকে শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে একমাত্র সংগ্রামী বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই। কে আপনার স্বার্থের প্রকৃত প্রতিনিধি, কাকে শক্তিশালী করা ও সমর্থন করা আপনার একান্ত কর্তব্য ? এই প্রশ্ন ধীরভাবে ভেবে দেখবেন। ভেবে দেখবেন, এবারও কি 'সিপিএম-কে শিক্ষা দিতে হলে তৃণমূল বা কংগ্রেসকে চাই', অথবা 'দক্ষিণপন্থীদের ঠেকাতে হলে বামফ্রন্টকে চাই' — বুর্জোয়াদের তৈরি করা সংবাদমাধ্যমের এই হাওয়ার পিছনে ছুটে আবার নিজেদের পায়ে কুড়োল মেরে পরে পস্তাবেন ? নাকি জনগণের একমাত্র সংগ্রামী শক্তি এস ইউ সি আই-কে সমর্থন করে নিজেদের বাঁচার আন্দোলন ও শোষণমুক্তির সংগ্রামকে জোরদার করবেন ? গত বিধানসভায় ও লোকসভায় সিপিএম, তৃণমূল ও কংগ্রেস অনেক সীট পেয়েছে, কিন্তু জনগণের কোন্ কাজে লেগেছে ? অথচ বিধানসভায় এস ইউ সি আই-এর মাত্র ২টি সীট — জনগণের প্রতিবাদের কণ্ঠে ও গণআন্দোলনে কত বলিষ্ঠ ভূমিকা নিচ্ছে। লোকসভায় এস ইউ সি আই সীট পেলে আপনাদের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে এই একই ভূমিকা নিতে পারে, এটা ভেবে দেখবেন।

আপনারা একথাও মনে রাখবেন, এখন ভোটের সময় বুর্জোয়া দলগুলি কম্পিটিশন করে জনগণের জন্য চোখের জল ফেলছে, আর ভোট শেষ হলেই কেন্দ্রীয় সরকার আবারও পেট্রল-ডিজেল-কেরোসিন-সার-ঔষধপত্র ইত্যাদির দাম বাড়াবে, রেলভাড়া বাড়াবে, আরও নানা ট্যাক্স চাপাবে। রাজ্য সরকারও বিদ্যুতের দাম, হাসপাতালের চার্জ, ছাত্রদের ফি, পরিবহণ ভাড়া, পঞ্চায়েতি ট্যাক্স এইসব বাড়াবে। সব সিদ্ধান্ত হয়ে আছে, এখন শুধু ভোটের জন্য অপেক্ষা করছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের এইসব আক্রমণগুলির বিরুদ্ধে আরও তীব্র সুসংগঠিত লাগাতার আন্দোলন করতে হবে। এই আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে চাই গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায়, কারখানায়-অফিসে, নানা ইনস্টিটিউশনে অসংখ্য গণকমিটি ও সৎ, সাহসী যুবকদের নিয়ে ভলান্টিয়ার বাহিনী। আমাদের দলের কর্মীরা গণআন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্যই আপনাদের কাছে ভোটে সমর্থন চাইছে। আশা করি আপনাদের বিবেক এই আবেদনে সাড়া দেবে।

এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে মানিক মুখার্জী কর্তৃক ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত।